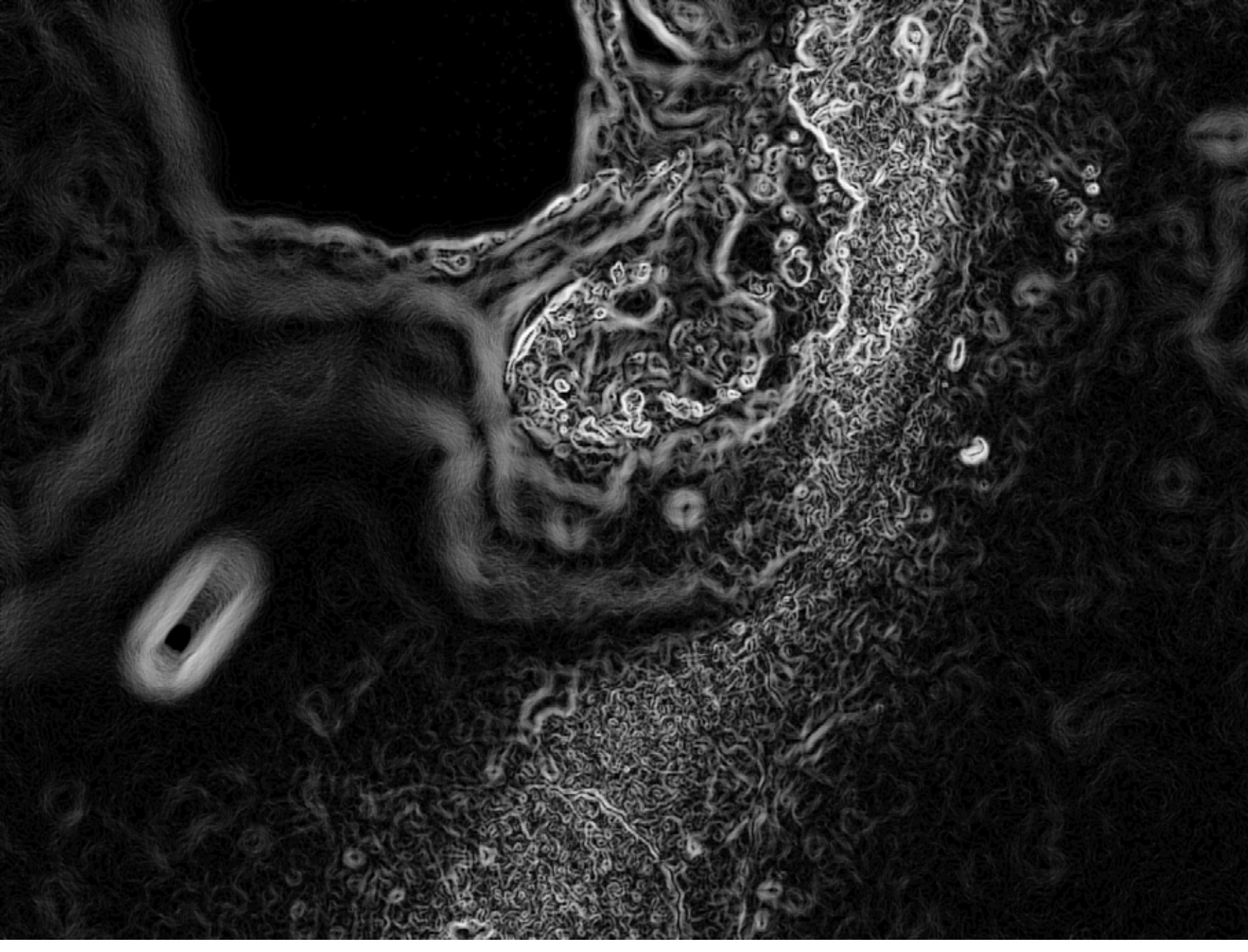

Searching for Kalpana Chakma

A Photo-Forensic Study

by Shahidul Alam

Drik Gallery, Dhaka 12 - 21 June, 2013

Searching for Kalpana

A Photo-Forensic Study

কল্পনা চাকমার খোঁজে

একটি ফটো-ফরেনসিক স্টাডি

Photo: Advocate Ripal Chakma

Shahidul Alam

শহিদুল আলম

Searching for Kalpana

A Photo-Forensic Study

Let me ask a silly question, my partner Rahnuma had said. “But isn’t it all in your imagination?” Of course it was. The images I’d created, while based upon complex scientific procedures, did not ‘prove’ anything. The objects I had photographed, while silent witnesses, had not ‘seen’ the crime. The artifacts, interviews, videos and photographs I was presenting was not ‘evidence’.

I’d grappled with the question. It was as if Kalpana herself was a figment of our imagination. This fiery, courageous, outspoken young woman, who had dared to demand that she, as an indigenous woman of the Chittagong Hill Tracts also had rights; had the audacity to speak out against military occupation by her own army; had the temerity to insist that as a citizen of a free nation, she too needed to be treated as an equal; was something the state wanted us to forget. Most of all they wanted us to forget that seventeen years ago, in the early hours of the morning of the 12th June 1996, she had been abducted at gunpoint, by our own military.

Many versions have been presented. That it hadn’t really happened, though there were numerous witnesses. That she had eloped and had been found in India, though there was not a shred of evidence to back the claim, that Major Ferdous, the principal accused in the abduction, hadn’t even been there. Split along clear divides between the indigenous ‘Paharis’ and the plainland Bangali ‘settlers’ very different stories are presented. What is significant however, is that only one version, that of the military backed Bangali ‘settlers’, seems to have been taken into account. That until today seventeen years to her abduction, Major Ferdous has never

been questioned by the police. That next to Kalpana, Major Ferdous has been the only key player, we have been unable to trace. The military, it appears has no record of him. He too has ‘disappeared’.

What does an artist do to get an idea across? How does a journalist approach a story? How does a scientist investigate? This body of work, relying hugely upon the support of an international team of scientists, journalists, technicians, printers, fellow photographers and particularly the research, relationship building and friendship of an incredible co-worker, and indeed, co-author Saydia Gulrukh Kamal, attempts to combine all three approaches.

As an artist I have imagined. What might the tree that she may have leaned upon, when she had cried out the last words ever to have been heard from her ‘dada more basa’ (brother save me), have seen? Had they made contact? Had she clung on to the bark one last time. Had a torn bit of fabric lingered on a thorny leaf? Has the sweat of her palm left an organic stain?

What secret did the soil on her worn shoe hold, as it yielded to her weight and that of the military boots that fateful night? Did the muddy swamp, where the footprints had left their mark, know what the courts were unwilling to hear?

Did the diary written in her own hand, with quotes and observations of a revolutionary who championed her people’s freedom, hold the words that would give a clue? Did the leaf by the bazar where she had had the altercation with Major Ferdous, silent amongst many human witnesses who were able to speak but stayed quiet

or whose words were ignored, say what others couldn't?

Is Kalpana's mosquito net, witness to the last moments when she was in her home, able to tell us how it really was? As an artist, I have used my imagination to try to listen to their stories. As a photographer I have tried to produce tangible visuals of a scene that has been made intangible, through the passage of time, through the deliberate 'loss' of crucial evidence, through the layers of bureaucracy that has allowed silt to collect.

As journalists, Saydia and I have tried to follow every lead possible, through every means possible, to speak to every key player in the story. To overcome fears of repercussions, to revive lost contacts, to build trust, to trace obscure links. We've located documents that were inaccessible. From the paharis to the settlers, from government officials to military big wigs, from lawyers, to local bystanders, we have searched for clues wherever the slightest lead existed.

As a scientist, I have used the full spectrum of forensic options, relying upon a global team of experts all across the globe and working in sophisticated laboratories in Falmouth, Oldenberg and Brisbane. As a photographer, I have extracted visual fragments using lights, filters and lenses to get the data to yield images. Working in Tokyo, using printing techniques not yet made public, I've rendered on paper imagery that describes in light and shade, what those silent witnesses have tried to say.

I've relied upon Saydia as a social scientist, as a fellow journalist, as a tenacious researcher, as an engaged

and committed activist and as a warm and loving friend to build bridges I would have found impossible to build. To piece together data, I would have found unconnected, to build trust where I would otherwise have been a stranger. Through her I've come to know Kalpana, the sister neither of us have seen.

As fellow citizens, we have asked questions and tried to find answers. We have tried to break a silence our governments, whether civilian or military backed, have carefully nurtured for seventeen long years.

The project is hugely indebted to a large number of co-workers in Australia, Bangladesh, Germany, Japan and the UK. In particular to Professor David Vaney and Professor Reto Weller Mark Wallwork, Alan Hill, Colin Macqueen Luke Hammond, Yoichi Niiyama, Anisur Khondokar, Samari Chakma, Swadhin Sen, Rahnuma Ahmed and countless others who choose to remain anonymous have also played an invaluable role.

Particular appreciation is also due to the curator ASM Rezaur Rahman and Foysal Ahmed and Zakir Hossain at the Drik Gallery as well as the entire team of the publication and printing department at Drik and my assistant Saleh Ahmed.

Photographs were taken using a Zeiss StereoDiscovery V8 Stereo Microscope - Plan S 1.0x objective and a Zeiss Axio Imager Z1 Upright Microscope - Plan Neufluar 5x objective. 405nm fluorescence excitation. 420-480nm fluorescence emission at the Queensland Brain Institute.

Shahidul Alam

কল্পনা চাকমার খোঁজে

একটি ফটো-ফরেনসিক স্টাডি

“একটু বোকা বোকা একটা প্রশ্ন করি”, আমার সাথী রেহনুমা বলেছিল। “পুরো ব্যাপারটাই তোমার কল্পিত, তাই না?” তা তো ঠিকই। জটিল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও, আমার নির্মিত চিত্রাবলি কোনোকিছুই ‘প্রমাণ’ করে না। আমার ছবি তোলার বস্তুগুলো নীরব সাক্ষী হলেও, তারা তো অপরাধ সংঘঠিত হতে ‘দেখে’নি। আমি যে প্রত্ন-নিদর্শন, সাক্ষাৎকার, ভিডিও আর আলোকচিত্র উপস্থাপন করছি, সেগুলো তো ‘আলামত’ না।

ওর প্রশ্নটি আমি নাড়াচাড়া করি। ব্যাপারটা এমন যেন কল্পনা চাকমা নিজেই আমাদের কল্পনাপ্রসূত এক প্রতিভাস। এই অগ্নিগর্ভা সাহসী নিশঙ্কচিত্ত-বক্তা তরুণী - যিনি দাবি করেছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন নারী হিসাবে তাঁরও হক্ আছে; যাঁর নিজের দেশের সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হওয়ার স্পর্ধা ছিল; যিনি জোর দিয়ে প্রগাঢ়ভাবে বলতে পেরেছিলেন, একটা স্বাধীন জাতির নাগরিক হিসাবে, তাঁর সঙ্গেও সমান আচরণ করতে হবে - এমনই ছিলেন যে রাষ্ট্র চেয়েছে তাঁকে আমাদের মানসপট থেকে বিস্মৃত করতে। সর্বোপরি রাষ্ট্র আমাদের ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে যে সতের বছর আগে - ১৯৯৬ সালের ১২ জুন প্রদোষকালে - বন্দুকের নলের মুখে তাঁকে অপহরণ করেছিল আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী।

বিচিত্র সব উপাখ্যান বিরচিত হয়েছে। যেমন, এ ঘটনা আদোপেই ঘটেনি, যদিও এর অগণিত সাক্ষী আছে। আরও উপাখ্যান আছে। যেমন, তিনি পরপুরুষের সঙ্গে ভারতে ভেগে গিয়েছেন, যদিও এমন দাবির ভিত্তি হিসাবে সামান্যতম প্রমাণ নেই। জোর দাবি করা হয়েছে যে, অপহরণের জন্য প্রধান অভিযুক্ত লেফটেনেন্ট ফেরদৌস, ঘটনাস্থলে আদৌ ছিলেন না। কিন্তু এরও কোনো প্রমাণ নেই। আদিবাসী ‘পাহাড়ি’ এবং সমতলের ‘বাঙালি’ - এই দ্বিখণ্ডিত বিভাজনে খুবই ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু যে-বিষয়টি তাৎপর্যময় তা হলো, সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের আখ্যানভাগই শুধু বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। কল্পনা চাকমার অপহরণের সতের বছর পর আজ অব্দি লেফটেনেন্ট ফেরদৌসকে পুলিশ জেরা করেনি। কল্পনার পরে লেফটেনেন্ট ফেরদৌসই কাহিনীর একমাত্র প্রধান কুশীলব যাকে আমরা খুঁজে বের করতে অক্ষম হয়েছি। মনে হয়েছে, সামরিক বাহিনীর নথিতেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি ‘কল্পিত’।

কোনো একটি চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে একজন শিল্পী কী করেন? একজন সাংবাদিক কী-ভাবে অধিগম্য করে

তোলেন কোনো একটি প্রতিবেদনের কাহিনীকে? একজন বিজ্ঞানী কী-ভাবে অনুসন্ধান করেন? আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের, সাংবাদিকদের, প্রয়োগবিদদের, ছাপাখানাকারীদের আর সহচর আলোকচিত্রীদের একটি দলের সমর্থন, এবং বিশেষভাবে, একজন দুর্দান্ত সহকর্মী আর অবশ্যই, সহ-লেখক সায়দিয়া গুলরুখের গবেষণা, সম্পর্ক-নির্মাণ ও বন্ধুত্বের উপরে ভর করে নির্মিত এই সৃষ্টিকর্ম এই তিন ধরনের পদ্ধতি-ভঙ্গিকেই সম্মিলিত করার চেষ্টা করেছে।

একজন শিল্পী হিসাবে আমি কল্পনায় বিচরণ করেছি। কল্পনা চাকমা যেই বৃক্ষের উপরে হেলান দিয়ে শেষবারের মতো দাদা, মোরে বাঁছা বলে আর্তচিৎকার করেছিল সেই বৃক্ষটি সে রাতে কী দেখেছিল? সেই গাছ আর কল্পনা চাকমার মধ্যে কি কোনো ধরণের যোগাযোগ ঘটেছিল? তিনি কি সেই বৃক্ষের বাকল খামচে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন? তাঁর পোষাকের কোনো অংশ কি কোনো উদ্ভিদের কাঁটায় ছিড়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আটকে ছিল? তাঁর করতল নিসৃত স্বেদবিন্দু কী বৃক্ষগাত্রে কোনো চিহ্ন রেখে গিয়েছিল?

সেই ঘনঘটাময় রাত্রিতে তাঁর ছিঁড়েখুঁড়ে যাওয়া জুতোয় লেগে থাকা নিজের ভার আর মিলিটারি বুটের চাপে ক্লিষ্ট-পিষ্ট হওয়া মাটি কি কিছু গোপন করে রেখেছিল? তাঁর পায়ের ছাপ থেকে গিয়েছিল যে-ক্লেদাক্ত থকথকে জলায়, সে কি এমনকিছু জানে যা আমাদের আদালত শুনতে অনিচ্ছুক?

আপন জনগণের মুক্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে মানা একজন বিপ্লবীর নিজের হাতে লেখা ডায়েরির বাণী ও পর্যবেক্ষণ কি আমাদের কোনো ইঙ্গিত প্রদান করে? যারা কথা বলতে পারত অথচ চুপ থেকেছিল কিংবা যাদের কথা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, এমন অনেক মনুষ্য-সাক্ষী আছে কিন্তু বাজারের সেই বৃক্ষপল্লব যার নৈকট্যে লেফটেনেন্ট ফেরদৌসের সঙ্গে তাঁর বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল, এমন কিছু কি উচ্চারণ করেছিল যা অন্য কেউই করতে পারেনি?

যখন তিনি তাঁর বাড়িতে ছিলেন সেই শেষ মুহূর্তগুলোর সাক্ষী কল্পনার মশারিটা কি আমাদের বলতে পারে প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল? একজন শিল্পী হিসাবে আমি আমার কল্পনাকে প্রয়োগ করেছি তাঁর চারপাশের বস্তুগুলোর কাহিনী শোনার জন্য। আলোকচিত্রী হিসাবে আমি চেষ্টা করেছি কল্পনা চাকমার ‘হারিয়ে যাওয়ার’ দৃশ্যকে স্পর্শনীয়ভাবে দৃশ্যমান করে তুলতে, সেই দৃশ্য যা কালের

পরিক্রমার মাধ্যমে, ইচ্ছাকৃতভাবে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য আলামতগুলোকে ‘হারিয়ে ফেলার’ মাধ্যমে, আমলাতন্ত্রের পরতে পরতে জমে ওঠা পলিমাটির মাধ্যমে -- অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সাংবাদিক হিসাবে সায়দিয়া আর আমি কোশিশ করেছি সম্ভাব্য সকল সূত্র, সকল অনুষঙ্গ ধরে এগিয়ে কাহিনীর প্রত্যেক কুশীলবের সঙ্গে আলাপ করতে। এই অধ্যয়নের প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে তাদের আশঙ্কাগুলোকে নির্মূল করতে, হারিয়ে যাওয়া যোগাযোগগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে, আস্থা তৈরি করতে, ক্ষীণ যোগসূত্রগুলো অনুসন্ধান করতে। আমরা খুঁজে বের করেছি এমনসব দলিল-পত্র যেগুলো অনধিগম্য ছিল। পাহাড়ি থেকে আরম্ভ করে বসতিস্থাপনকারী, সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর বড় কর্তা, আইনজীবী থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ, যেখানেই সামান্যতম যোগসুত্রের অস্তিত্ব ছিল সেখানেই আমরা ক্লু খুঁজে বেড়িয়েছি।

একজন বিজ্ঞানী হিসাবে, দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বৈশ্বিক একটি দলের উপরে নির্ভর করে এবং ফলমাউথ, ওলডেনবার্গ ও ব্রিসবেনের সাম্প্রতিকতম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি-পরিচালিত বীক্ষণাগারগুলোতে কাজ করে সকল বাছাই করা ফরেনসিক/বিচারিক ডাক্তারিবিদ্যাগত বিবিধ পদ্ধতির ও উপাত্তের বর্ণালীর পরিপূর্ণ ব্যবহার করেছি। আলোকচিত্রী হিসাবে, চিত্র বয়ানের উপাত্ত পাওয়ার জন্য আমি আলো, ফিল্টার ও লেন্স ব্যবহার করে দৃশ্য-খণ্ড গুলো নিষ্কর্ষণ করেছি। টোকিওতে কাজ করতে গিয়ে এখনো উন্মুক্ত নয় এমন ছাপার কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে কাগজে বিনির্মাণ করেছি এমন দৃশ্যমালা যেগুলো আলো-ছায়ার মাধ্যমে তা বয়ান করে যা অপহরণের নিরব সাক্ষীরা উচ্চারণ করতে চেয়েছিল।

সায়দিয়ার উপর আমার নির্ভরতা বহুমাত্রিক: একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, একজন সহচর সাংবাদিক, একজন নাছোড়বান্দা গবেষক, একজন সংলগ্ন ও দায়বদ্ধ এ্যাক্টিভিস্ট, সর্বোপরি একজন আদরনীয় বন্ধু হিসাবে যার পক্ষে অসাধ্যকে সাধন করে সেতুবন্ধন তৈরি করা সম্ভব। যার পক্ষে যা আমার কাছে পরস্পর-সম্পর্কহীন, সে উপাত্তের ভগ্নাংশ জোড়া লাগানো সম্ভব। সায়দিয়া বিনা আমি মারিশ্যায় একজন আগন্তুক হয়ে থাকতাম। ওর মাধ্যমেই আমি চিনেছি কল্পনা চাকমাকে, এমনই এক ভগ্নিকে যাঁকে আমাদের কেউই কখনও দেখিনি।

সহচর নাগরিক হিসাবে আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি আর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। আমরা সচেষ্ট হয়েছি সিভিলিয়ান কিংবা মিলিটারির পৃষ্ঠপোষিত সরকারের অতিসতর্কতার সঙ্গে লালন করা দীর্ঘ সতের বছরের নিরবতাকে ভেঙে ফেলতে।

প্রকল্পটি অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, জার্মানি, জাপান এবং যুক্তরাজ্যের বিপুলসংখ্যক এক সহকর্মী দলের কাছে অসম্ভব ঋণী। বিশেষ করে অধ্যাপক ডেভিড ভানে ও অধ্যাপক রেটো ওয়েলার, মার্ক ওয়ালওয়ার্ক, অ্যালান হিল, কলিন ম্যাককুইন, লুক হ্যামন্ড, ইয়োচি নিয়ামা, আনিসুর খন্দকার, সমারী চাকমা, স্বাধীন সেন, রেহনুমা আহমেদ এবং অনামী থাকতে চেয়েছেন এমন অগণনীয় অন্যান্য মানুষের কাছে যারা অমূল্য ভূমিকা পালন করেছেন।

দৃক গ্যালারির কিউরেটর এএসএম রেজাউর রহমান, ফয়সাল আহমেদ ও জাকির হোসেইনের সাথে দৃকের ছাপা ও প্রকাশনার পুরো দল আর আমার সহকারী সালেহ আহমেদ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন।

আলোকচিত্র তোলা হয়েছে কুইন্সল্যান্ড ব্রেইন ইন্সটিটিউটে জেইস স্টেরিওডিসকভারি ভি-৮ স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ - প্ল্যান এস ১.০x অবজেকটিভ এবং একটা জেইস এক্সিও ইমেজার জেড-১ আপরাইট মাইক্রোস্কোপ - প্ল্যান নিউফ্লুয়ার ৫x অবজেকটিভ, ৪০৫এনএম ফ্লুরোসেন্স এক্সাইটেশন, ৪২০-৪৮০এনএম ফ্লুরোসেন্স এমিশন ব্যবহার করে।

শহিদুল আলম

(অনুবাদঃ স্বাধীন সেন)

Courtyard

Kalpana Chakma's brothers Lal Bihari Chakma and Kalindi Kumar Chakma had to stay in hiding for two years. There was constant surveillance on their house from the nearby Ugalchari Camp. Kalpana's mother Radhuni Chakma, kept the house and home together, counting the days and waiting for her children. She passed away in this house on a monsoon day in 1998.

উঠান

কল্পনা অপহরণের পর প্রায় তিন বছর তাঁর দুই ভাই, লাল বিহারী চাকমা ও কালিন্দী কুমার চাকমাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। পাশের উগলছড়ি সামরিক ক্যাম্প থেকে তাঁদের বাড়ির উপর সবসময় নজর রাখা হত। কল্পনার মা বাঁধুনি চাকমা একলা হাতে ঘর-উঠান আগলে সন্তানদের জন্য অপেক্ষার দিন গুণেছেন। ১৯৯৮ সালে এক ভরা বর্ষায় এ বাড়িতেই তিনি মারা যান।

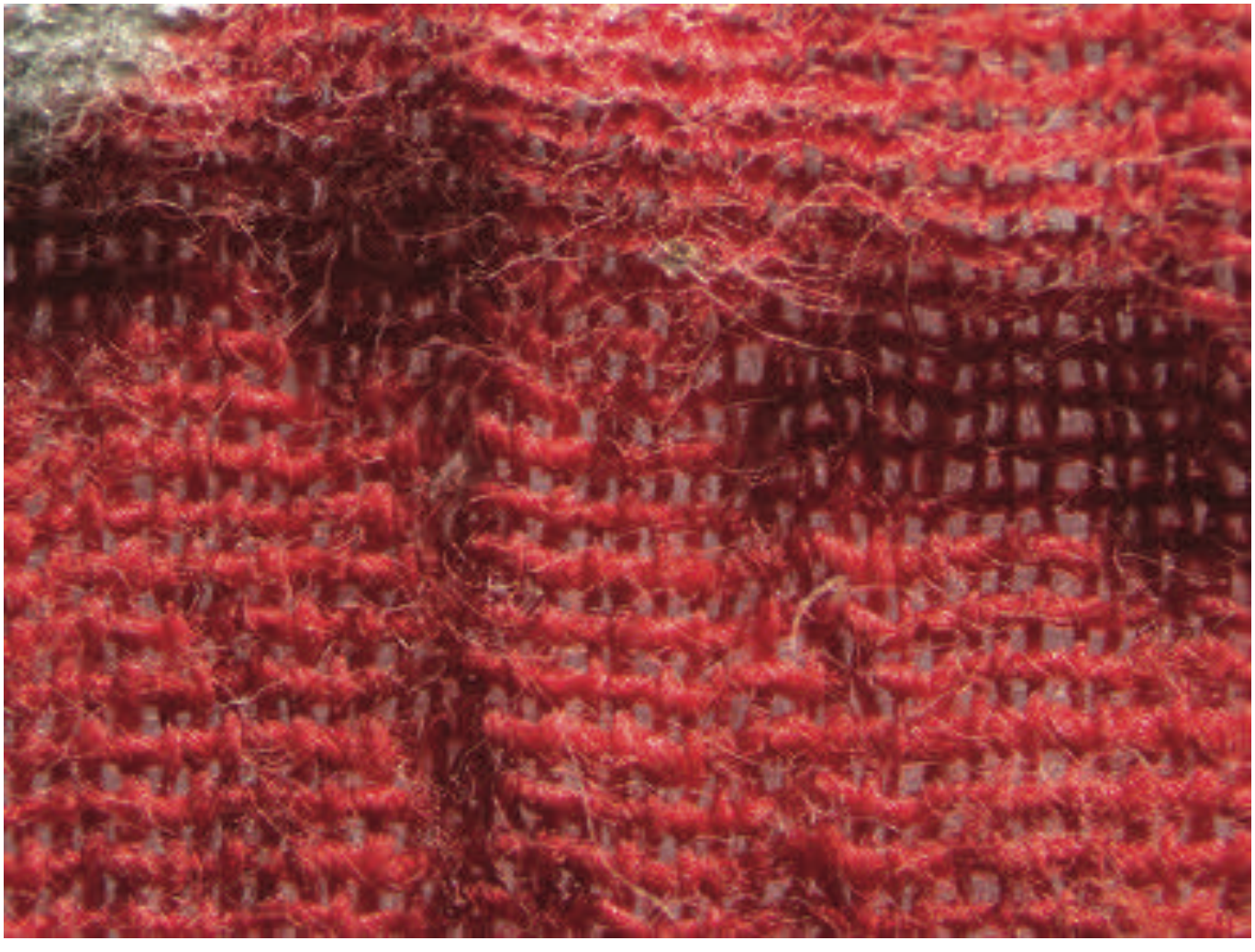

Fabric 1
Kalpana's elder brother Kalindi Kumar Chakma showed the bag in the corner of the room and said "She took that black bag to Dhaka. So I've put all her clothes in that bag. So many years. See the mice have been busy. Ahh .... (silence). She had many books. No idea where she got them from. Three volumes of Mao Tsetung's books. Look, there's one on the situation of women in the Soviet Union. I protected them for so many years. Then last year the termites got them."

জামা ১
কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা বাসার কোনায় রাখা কালো ব্যাগটা দেখিয়ে আমাদের বলেন, "এই কালো ব্যাগটা নিয়ে গেছিলো ঢাকায়। তো এই ব্যাগে ওনার সব জামা-কাপড় ভরে রাখছি। এত্তোগুলো বছর। এই যে দেখেন ইদুরে কাটছে। আহ্..(নীরবতা)। ওনার অনেক বই ছিল।...কোথা থেকে যোগাড় করত কেমনে জানি। মাও সেতুং-য়ের তিন খণ্ড বই ছিল। এই যে দেখেন, এই বইটা, সোভিয়েত রাশিয়ায় নারীর অবস্থান। এতো বছর গুছায়ে রাখছিলাম। গত বছর সব উইয়ে ধরল।"

কালো ব্যাগটির মধ্যে গুছিয়ে রাখা ওড়নার ছবি এটি।

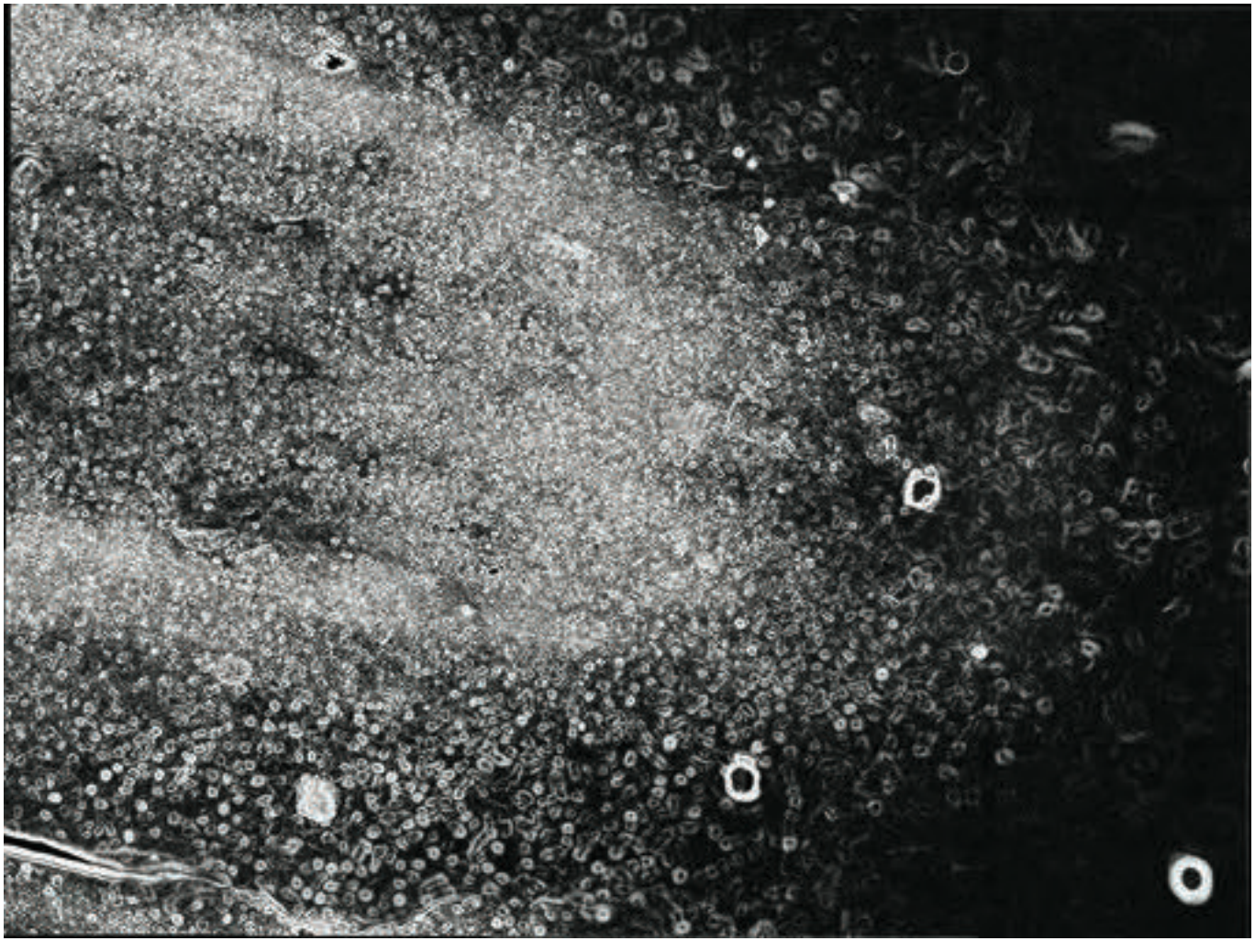

Tree Bark 1

Revolution, do you merely dance on the lips of Lenin or Mao Tse Tung?
No. That won't do.
You will need to be swayed by the call of the Jummas
Revolution, will your only trace, exist in the poetry of Shukanto?
No. That won't do.
You will need to write the history of the Jummas
Pledge to me O revolution, that you will dwell in the heart of the Jummas
You in your own form
I see you in the unfolding of my dreams
What debt brings you here?
May your advent rekindle our embers

An extract from "Revolution you speak" by Ruisa Ong Marma.

গাছের বাকল ১

বিপ্লব তুমি কি শুধুই শোভা পাও লেনিন আর মাও সেতুং-য়ের কণ্ঠে?
না, এমন হয় না, সাড়া দিতে হবে তোমার জুম্ম জাতির ডাকে।
বিপ্লব তুমি কি শুধু রবে সুকান্তের কবিতায়?
না, এমন হয় না, তোমায় লিখতে হবে জুম্ম জাতির ইতিহাস।
প্রতিজ্ঞা করো হে বিপ্লব,তুমি আসবে জুম্ম জাতির হৃদয়ে,
আসবে তোমার স্বরূপে।
তোমায় দেখি কল্পনার অবগাহনে
আসছ কোন ক্ষণে?
তোমার আগমনে সাড়া পড়ুক জনমনে।

কল্পনা চাকমার বাড়ির কাছে পরিত্যক্ত বাজারে অবস্থিত একটি গাছের বাকলের ছবি এটা। উদ্ধৃত কবিতাটি, "বিপ্লব তুমি কথা বলো," লিখেছেন রুইসা অং মার্মা।

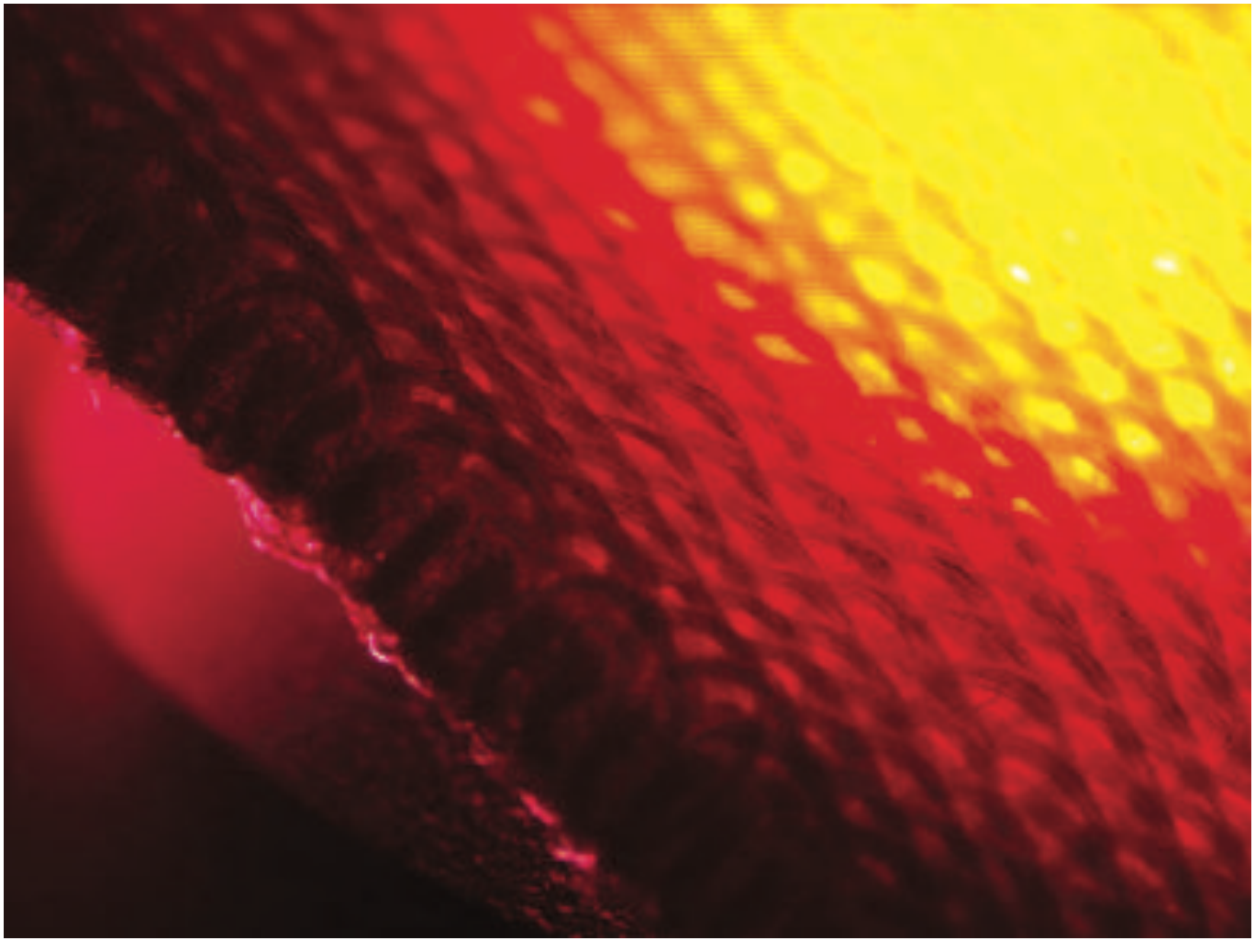

Ribbon
According to friends, Kalpana Chakma had simple taste. What colour of clothes she liked to wear, whether she liked dressing up, are things we shall never know. This ribbon was wedged on a bamboo slat next to her bed. Perhaps for her hair.

ফিতা
কল্পনার বন্ধুরা বলেন, তিনি খুব সাদাসিধা ছিলেন। কল্পনা কী রংয়ের জামা পরতে ভালবাসত? সাজতে পছন্দ করত কিনা তা আমাদের আর কোনও দিন হয়ত জানা হবে না। কল্পনার ঘরের বেড়ার খাঁজে এই ফিতাটা বাধা ছিল। হয়ত তাঁর চুলের ফিতা। বা অন্য কিছু।

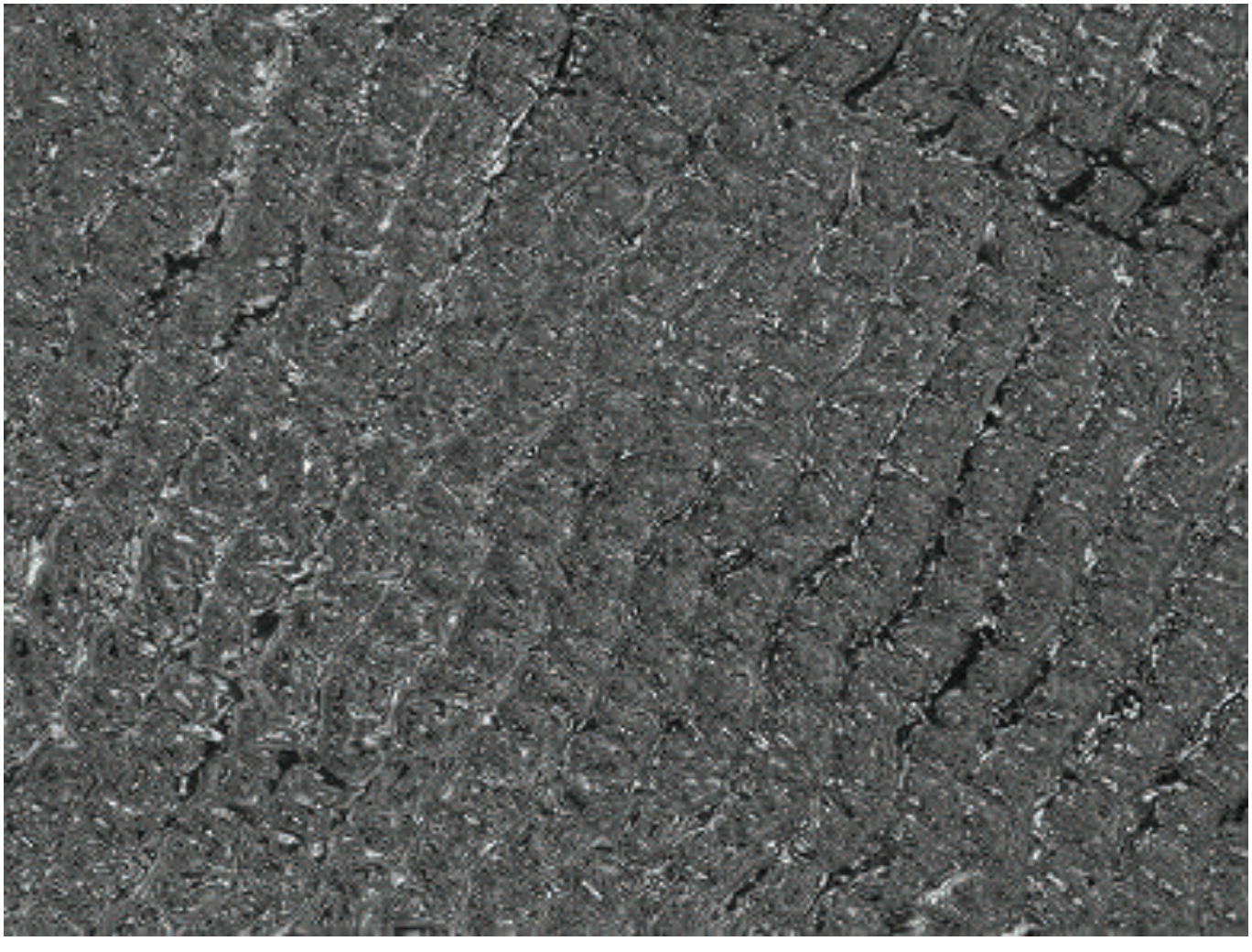

Fabric 2
As a representative of the Hill Women's Federation, Kalpana was to attend the 4th UN Women's Congress in Beijing. She had a new set of Shalwar Kameez made for the occasion. The photograph shows a fragment of her shalwar. Lit by two-arm fibre optic lamp.

জামা ২
হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে কল্পনা চাকমার জাতিসংঘ আয়োজিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বেইজিং যাওয়ার কথা ছিল। সেই উপলক্ষে কল্পনা এক সেট সালোয়ার কামিজ বানিয়েছিলেন। তখন বানানো সালোয়ারের ছবি এটি।

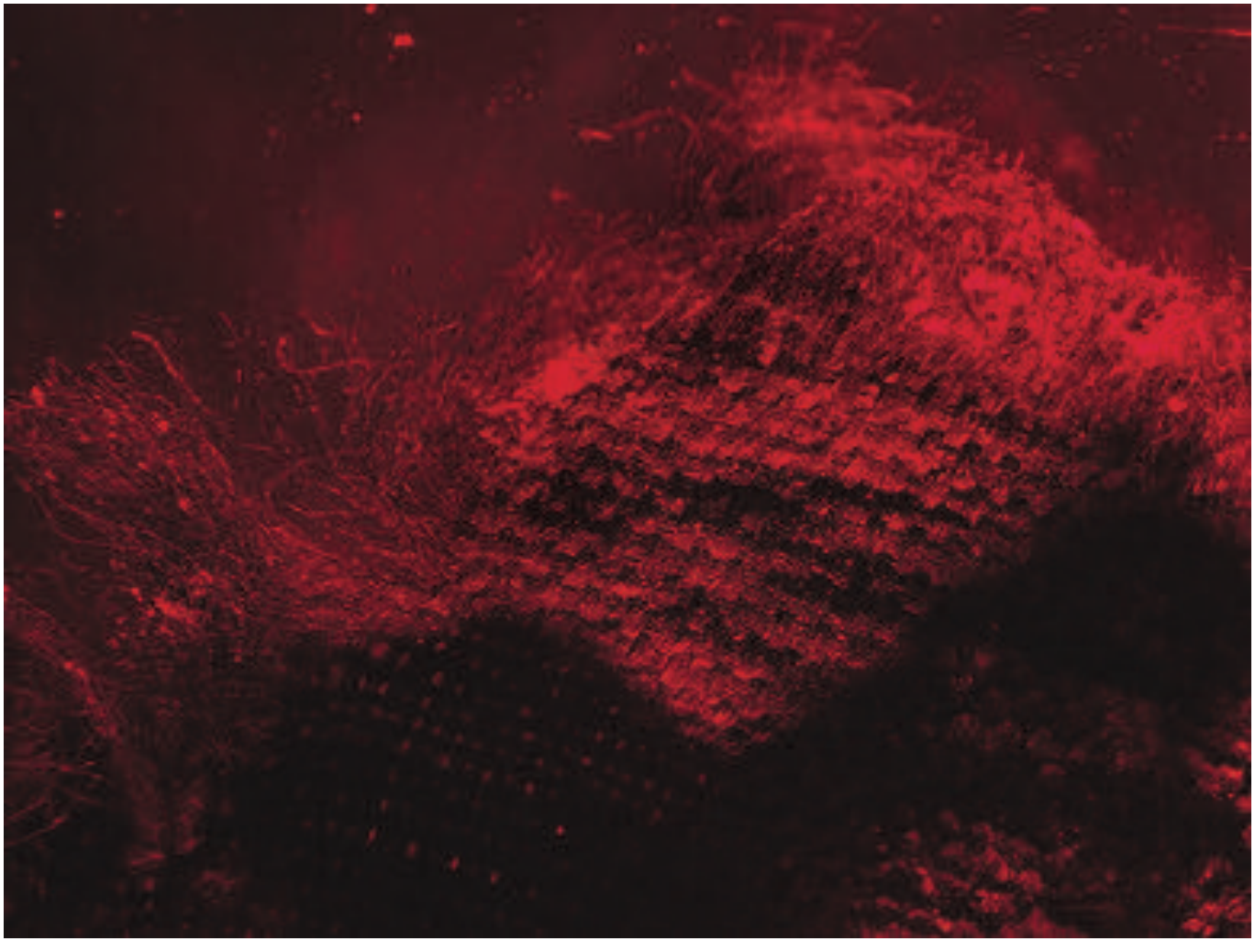

Shoe 1
Kalpana Chakma was abducted a year before the CHT Accord was signed. Military occupation in the Chittagong Hill Tracts had a different manifestation then. Soldiers were then making a list of all young Pahari women. Just getting on with their lives became hazardous for these women. It was to build resistance against this harassment that Kalpana and her comrades set up the Hill Women's Federation. There were days when Kalpana would walk many a mile on organizational work.

জুতা ১
কল্পনা চাকমা অপহৃত হন পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক বছর আগে। তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক আধিপত্যের চেহারা ছিল ভিন্ন। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রতিটি গ্রামের 'তরুণী' মেয়েদের তালিকা করত। পাহাড়ি নারীদের দৈনন্দিন জীবন, চলা-ফেরা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েই কল্পনা চাকমা ও তাঁর সহযোদ্ধারা হিল উইমেন্স ফেডারেশন গঠন করেন। এমনও দিন আছে যেদিন সংগঠনের কাজে কল্পনা চাকমা মাইলকে মাইল হেঁটেছেন।

এই ছবিটি কল্পনার জুতার একটি অংশ।

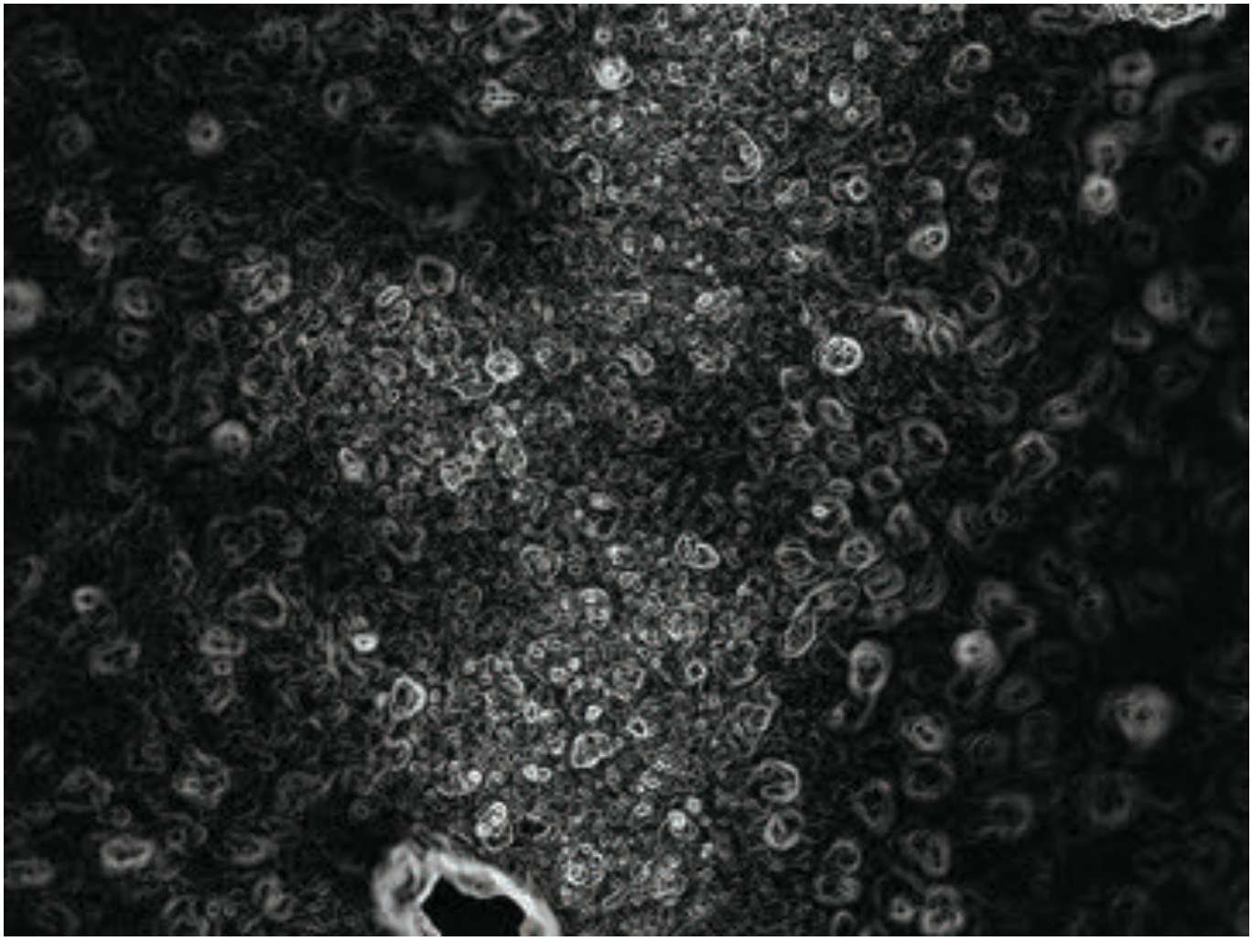

Tree Bark 2

Ten minute's walk from Kalpana's house was a small market place. Just a few shops. In 1996, at the Boishabi (New Year) Festival, Kalpana had a heated exchange with Lieutenant Ferdous regarding the Pahari houses he had ordered to set on fire recently. Segments of the nearby trees are the only witnesses that remain in this deserted marketplace.

গাছের বাকল ২

কল্পনার বাড়ি থেকে দশমিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে একটা ছোট্ট মতন বাজার ছিল। দুই তিনটা দোকান। ১৯৯৬ সালের বৈসাবী উৎসবের কিছুদিন আগের কথা হবে। এই বাজারেই পাহাড়িদের ঘরে আগুন লাগানোর ঘটনা নিয়ে লে. ফেরদৌসের সাথে কল্পনার বাক-বিতণ্ডা হয়। পুরানো গাছগুলো ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আজও পাহারা দেয় এই পরিত্যক্ত বাজার।

এমনই একটি গাছের অংশের ছবি এটি।

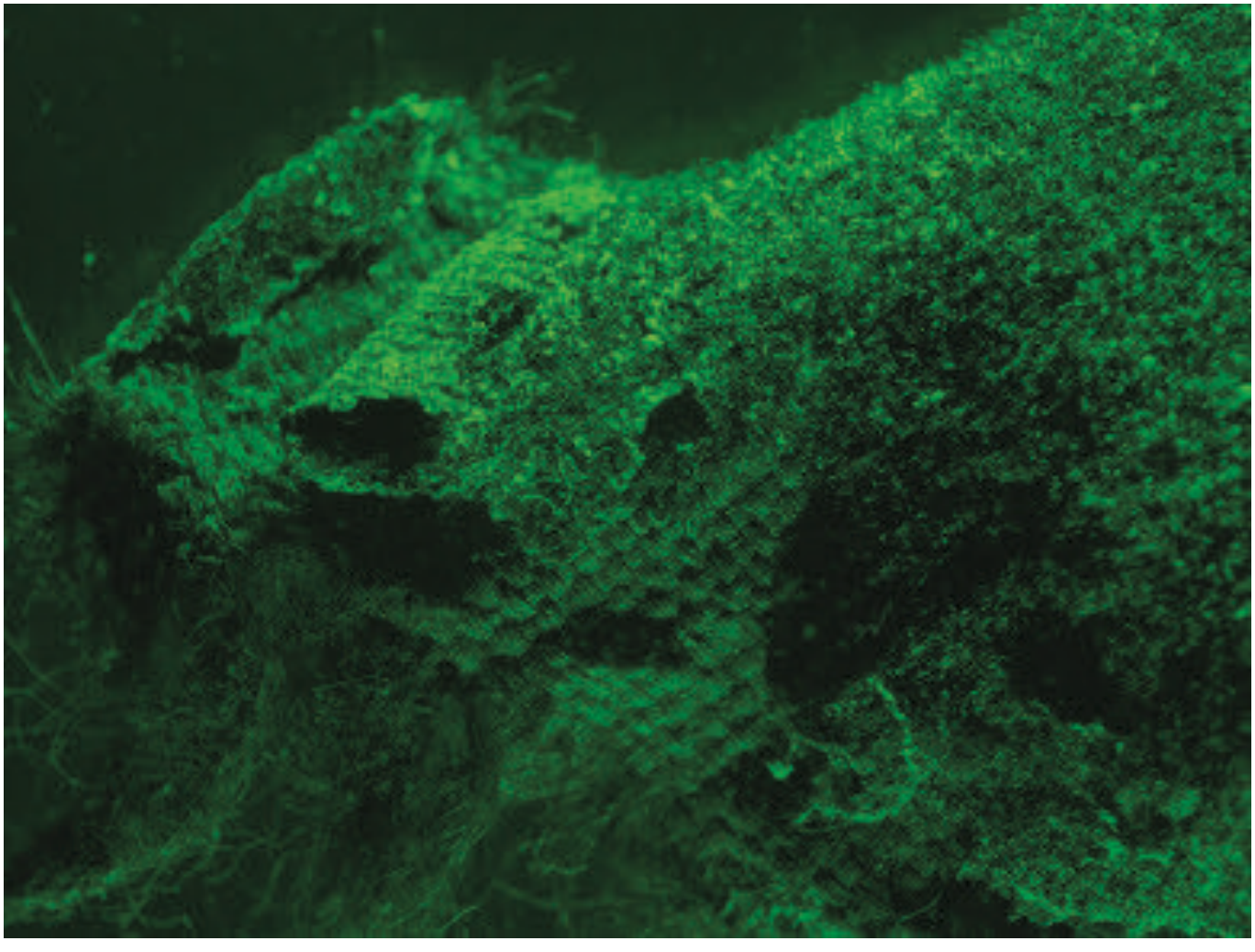

Shoe 2
Kalpana Chakma came to Dhaka once, and had gone to visit the parliament building. This was the shoe she wore then.

জুতা ২
কল্পনা চাকমা একবার ঢাকায় এসেছিলেন। সংসদভবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর পায়ে এই জুতাটি ছিল।

Strands
Kalpana's mother was a skilled hand weaver and loved to make Pinons. But the last days of her life were spent in want and uncertainty and never sat at the loom. Stray ends of twined threads found near Kalpana's bed.

সুতলি
কল্পনার মা কোমর-তাঁতের কাজ জানতেন, তিনি পিনন বুনতে ভালবাসতেন। কিন্তু জীবনের শেষ সময়টা যে অভাব অনটন আর অনিশ্চয়তায় কেটেছে, তাঁতে আর বসা হয়নি।

এই ছবিটি কল্পনার ঘরে পাওয়া তাঁত বোনার কাজে ব্যবহৃত সুতারকুণ্ডলীর একটি অংশ মনে হয়।

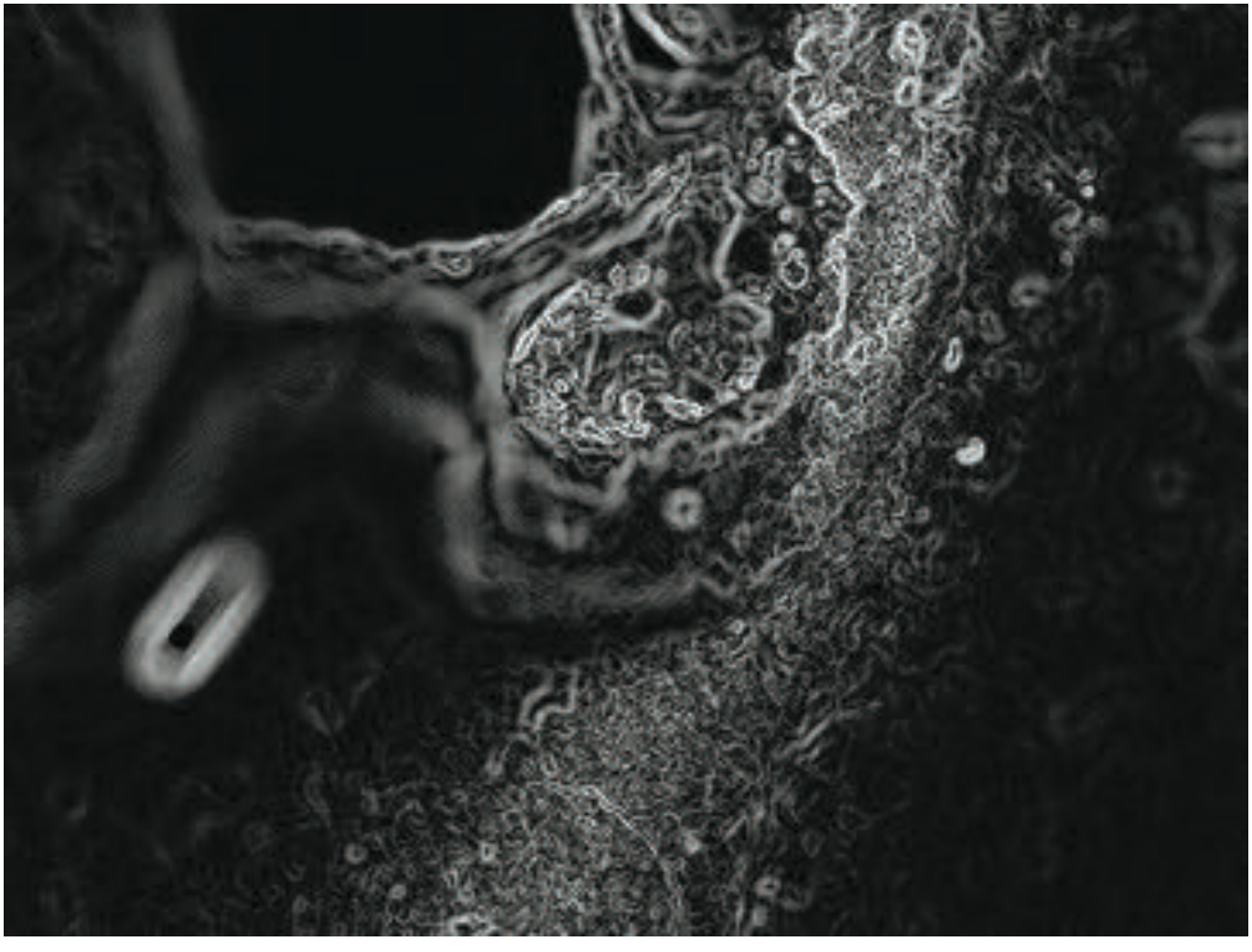

Leaf
Kalpana had formed a women's collective in her village. The group was called "A fistful of rice". The fear of Bangali settlers often made it too scary for Paharis to go to the marketplace. The women would plant spinach and vegetables and set aside a fistful of rice, so they might eat on such days.

পাতা
কল্পনা চাকমা তাঁর গ্রামের নারীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। সমিতিটির নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'এক মুঠো চাল।' বাঙালী সেটলারদের ভয়ে অনেক সময় বাজারে যাওয়া পাহাড়িদের পক্ষে সম্ভব হত না। এমন বিপদের দিনে যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারে তাই এই সমিতি থেকে তাঁরা শাক-সবজির গাছ লাগাতেন, প্রতিদিন রান্না করার সময় এক মুঠো চাল আলাদা মাটির হাঁড়িতে তুলে রাখতেন।

কল্পনার পাড়ায় একটি গাছের পাতার ছবি এটি।

“সিদ্ধান্ত: উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কল্পনা চাকমা *ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়* অপহৃত হয়েছে, কিন্তু কার দ্বারা অপহৃত হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।”

সূত্র: কল্পনা চাকমা অপহরণ বিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন,
স্মারক নং: স্ব: ম: [রাজ-২। ৩/৯৫ (অংশ)৯৬৫/তারিখ ৭/৯/৯৬, পৃ. ৩৯]

◀ Collage using words from Kalpana Chakma’s diary.

Action

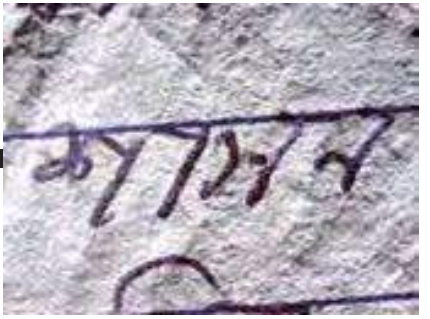

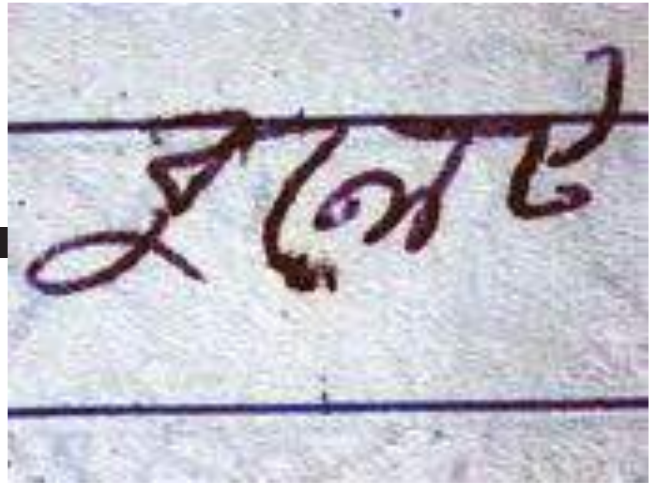

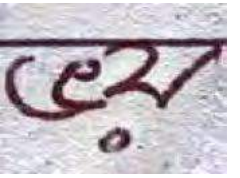

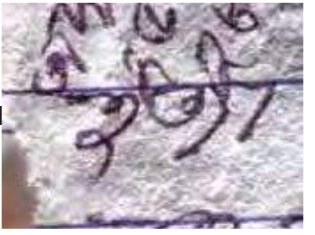

Tree by the Well

Karbari from New Lallaghona village Anil Bihari said “It was here by the well that they blindfolded them, that is Kalpana and her brothers. The stump of that tree was still there. It was night, there was a path you could walk. They probably pushed them towards that swamp. They lowered her into the water and shot her. People heard the shot from afar. We thought we would find her body here. All day, villagers dredged the swamp with fishing nets, but we never found her body.

কুয়ার পাশে গাছ

নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের কারবারি অনিল বিহারী আমাদের বলেন, “এই কুয়ার পাশে এনে তাদের, মানে কল্পনা আর দুই ভাইকে চোখ বানধে। এই গাছের গুঁড়ি তখনও এখানে ছিল। রাতের বেলা। এইখান থেকে ঠেলে মনে হয় বিলের ধারে নেয়। বিলের পানিতে নামায়ে গুলি করে। দূরে গুলির আওয়াজ শুনেছেতো মানুষ। আমরা ভাবছি এই বিলেই তাঁর লাশ পাওয়া যাবে। সারাদিন গ্রামের মানুষ মাছ ধরার জাল দিয়ে কিন্তু তাঁর লাশ খুঁজছে। তবে কিনা তাঁর লাশ পাওয়া যায় নাই।”

এই ছবিটা সেই গাছের গুঁড়ির একটি অংশ।

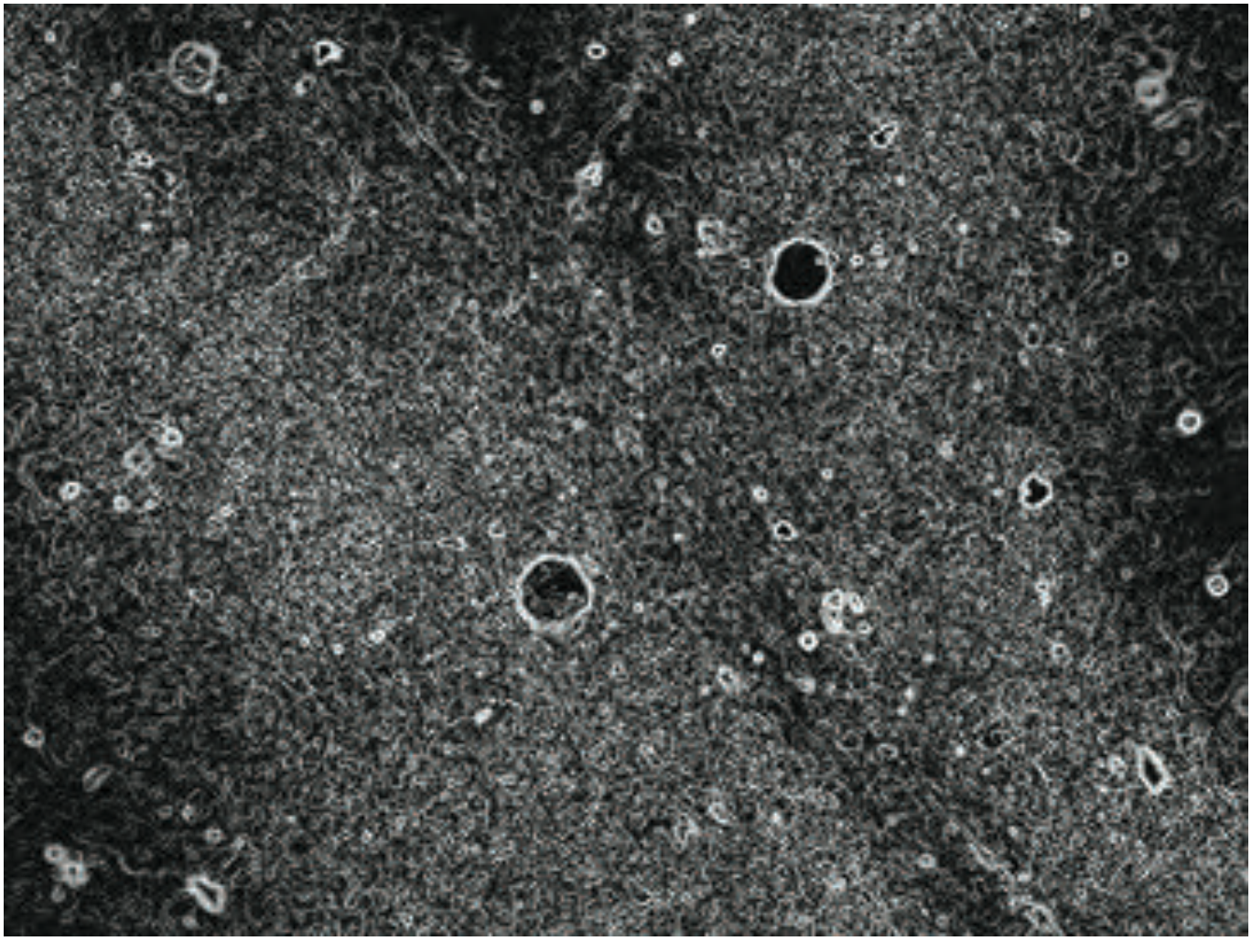

Leaf on Bori Tree
The brothers and sister were marched blindfolded across a swamp. On the way were a boroi (plum) and another unknown tree with purple flowers. These trees had seen her last. Leaves from these trees have been photographed using fluorescent irradiation.

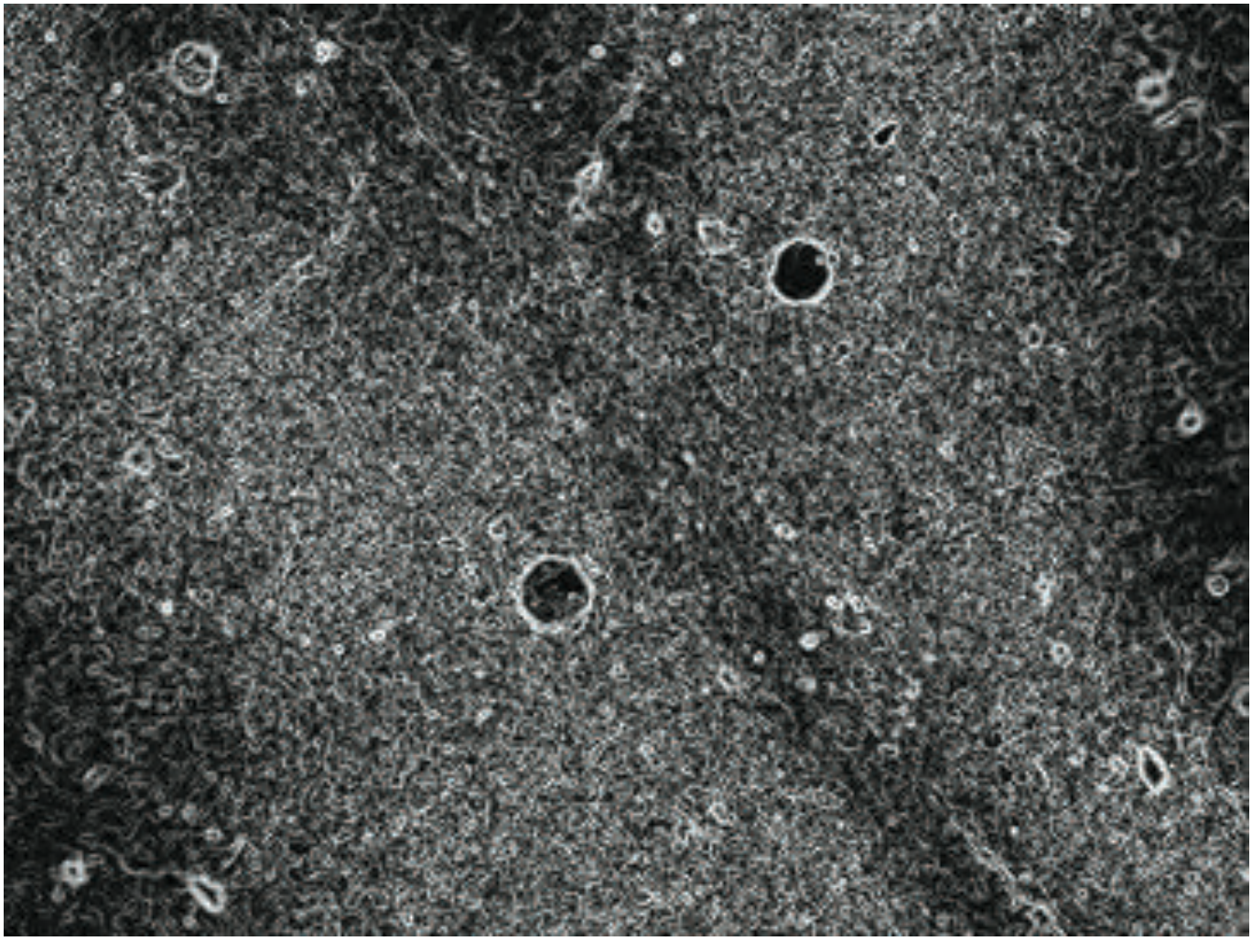

বরই গাছের পাতা

রাতের অন্ধকারে চোখ বেধে তাঁদের তিন ভাইবোনকে যে বিলে নামতে বলেছিল সেনাবাহিনীর সদস্যরা তার একদিকে টিলার উপরে ছিল একটি বরই গাছ আর অন্যদিকে ছিল একটি বড় জংলি বেগুনি ফুলের গাছ। এই গাছ দুটি কল্পনাকে সর্বশেষ দেখেছিল।

সেই বরই গাছটির পাতার ছবি। ছবি দুটি ভিন্ন আলোকরশ্মি ব্যবহার করে তোলা হয়েছে।

First Encounter

At around one in the morning on the 12th June 1996, when everyone was asleep, Lal Bihari Chakma, heard someone calling out for the owner of the house. It took him a while to get up, but by then they had cut the rope locking the gate, and asked him to come out. On stepping out he saw several armed soldiers and VDP standing in the courtyard. “You have to and see sir” the soldiers said. He took a pace forward. They shone a torch at his face. He shielded his eyes with his hands and from the light reflected back, saw Leiutenant Ferdous Ahmed, wearing a singlet standing with a gun.

Source: According to witness account in Home Ministry report on Kalpana Chakma’s disappearance: S: M: [Gov -2. 3/95 (partial) 965 (dated 7-9-96 page 9)]

টর্চের আলো

“২নং সাক্ষী লালবিহারী চাকমা তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ১১/৬/৯৬ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১ ঘটিকায় তিনি এবং বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাতে ছিলেন তখন বাহির থেকে বাড়ীওয়ালা বলে ডাক দেয়। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় তারা দরজার রশি কাটিয়া দরজা খুলে ফেলে। তাকে বাহির হতে বলে। তিনি বাহির হয়ে দেখেন অস্ত্রসহ আর্মি ও ভিডিপি তাদের উঠানে দাড়ানো। আর্মিরা বলে তোমাদেরকে স্যারের কাছে যেতে হবে। তখন তাদের দিকে তিনি দুই হাতের মতন এগিয়ে যান। তারা তার চোখে টর্চ মারে। তিনি চোখে হাত দেন। টর্চের আলো প্রতিফলিত হয়ে কিছু তাদের গায়ে পড়লে তিনি দেখেন যে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস আহমেদ সাহেব একটি গেঞ্জি গায়ে অস্ত্রসহ দাঁড়ানো।”

সূত্রঃ রাংগামাটি পার্বত্য জেলার মিস কল্পনা চাকমা অপহৃত হওয়ার ঘটনা তদন্ত করিবার জন্য গঠিত তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকার স্বররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নংঃ- স্বঃ মঃ [রাজ -২। ৩/৯৫ (অংশ) ৯৬৫/তারিখ ৭/৯/৯৬, পৃ. ৯]

Organized by

Design: Nipun/Drik
Production: Drik (publication@drik.net)